রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ২৪, ২০১১

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ কার্তিক ১৪১৮/১৬ অক্টোবর ২০১১

বিষয় ঃ **নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, অধীনস্থ দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস।**

নং নিকস/প্র-১/সাকা/১(৬)/৮৬(অংশ-৪)/৭৮৩—দেশের সংবিধান ও অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের বিধান অনুসারে নির্ধারিত সময় অন্তর অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে, অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে, সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভূত হইয়া আসিতেছে। নতুন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার নব নব কলাকৌশলের উদ্ভাবন ও প্রয়োগের ফলে নির্বাচন ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষিত ও আঙ্গিকের যেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তেমনি নির্বাচন কমিশনের কাজের মান, গতি ও পর্যাপ্ততা সম্পর্কেও জনগণের প্রত্যাশা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের সার্বিক কাজের গুণগত মান উন্নয়ন, কর্মীবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে কমিশনের কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে কমিশনের সেবা জনগণের কাছে সহজলভ্য করিবার লক্ষ্যে একজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, অধীনস্থ দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের একটি ব্যাপক ও বহুমুখী সাংগঠনিক পর্যালোচনা সম্পন্ন করা হয়। পরে ঐ বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট ও সুপারিশমালা কমিশন কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কমিশন সচিবালয়, অধীনস্থ দপ্তর ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের মৌলিক পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের একটি প্রস্তাবনা তৈরী করা হয়। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯-এর ১৭নং ধারার অধীনে নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সহযোগে গঠিত সাংগঠনিক কমিটিতে উক্ত প্রস্তাবসমূহ পেশ করা হইলে কিছু সংশোধনীসহ

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

উহা সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। সরকার ঐ প্রস্তাব পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ নির্বাচন কমিশনের সচিবালয়, অধীনস্থ দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সংগঠন, জনবল ও সরঞ্জামাদির পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস অনুমোদন করিয়াছেন। আন্তঃ দপ্তর সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কাজ দক্ষতা ও দ্রুততার সহিত নিষ্পন্নের লক্ষ্যে প্রধান প্রধান সংস্কার ও পুনর্গঠন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইল।

২। **একীভূত কর্মী ব্যবস্থাপনা**—কিছুকাল আগেও নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায় অফিস দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অংগ হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে। উক্ত অংগদ্বয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি সম্পূর্ণরূপে পৃথক ছিল এবং এই দুই অংগের মধ্যে পারস্পরিক পদায়নের কোন সুযোগ ছিল না। নির্বাচন কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগবিধি, ২০০৯ অনুযায়ী এই বিভাজন পরিহারপূর্বক উভয় অংগকে একীভূত করা হইয়াছে। এক্ষণে একক কর্মী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের মধ্যে আন্তঃপদায়ন ও সম্মিলিত জ্যেষ্ঠতা তালিকার ভিত্তিতে পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

৩। **সচিবালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো**—সচিবালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো হইবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) পুনর্গঠিত সচিবালয়ে সচিবের নেতৃত্বে নিম্নোক্ত ছয়টি অনুবিভাগ থাকিবে ঃ

(১) প্রশাসন অনুবিভাগ

(২) নির্বাচন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ-১

(৩) নির্বাচন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ-২

(৪) আইন অনুবিভাগ

(৫) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুবিভাগ

(৬) জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ।

(খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুবিভাগ ব্যতিরেকে প্রতিটি অনুবিভাগে একজন যুগ্ম-সচিব কিংবা অতিরিক্ত সচিব কিংবা, ক্ষেত্র বিশেষে, যুগ্ম/অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন মহাপরিচালক দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকিবেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুবিভাগ একজন সিস্টেম ম্যানেজারের দায়িত্বে অর্পণ করা হইবে।

(গ) ছয়টি অনুবিভাগের অধীনে সর্বমোট ১৬টি অধিশাখা থাকিবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুবিভাগ ও জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ এর সব কয়টি অধিশাখা এবং জনসংযোগ এবং পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও গবেষণা অধিশাখা বাদে অন্যান্য ৮টি অধিশাখা উপ-সচিবদের দায়িত্বে পরিচালিত হইবে। বাকী অধিশাখাসমূহ পরিচালক পদধারী কিংবা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত হইবে। পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও গবেষণা অধিশাখার দায়িত্বে থাকিবেন একজন উপ-প্রধান।

(ঘ) ১৩টি অধিশাখার অধীনে ৩০টি শাখা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৯টি শাখা সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব দ্বারা, ২টি শাখা সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান দ্বারা, ১টি শাখা সহকারী পরিচালক, ১টি শাখা গ্রন্থাগারিক, ১টি শাখা সিনিয়র একাউন্টস অফিসার ও বাকীগুলি বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত হইবে।

(ঙ) জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ ১ জন মহাপরিচালকের অধিনে ৩টি অধিশাখায় ৭টি শাখা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩টি শাখায় ২টি করে উপ-শাখা এবং ১টি শাখায় ৩টি উপ-শাখা রয়েছে। ৪টি শাখা উপ-পরিচালক দ্বারা, ৮টি উপ-শাখা সহকারী পরিচালক দ্বারা, ১টি উপ-শাখা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা দ্বারা ও বাকীগুলি কারিগরী বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত হইবে।

৪। **নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই)**—পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মান উন্নয়নপূর্বক ইহাকে একজন মহাপরিচালকের অধীনে সংযুক্ত বিভাগে রূপান্তর করা হইয়াছে। পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও পরিচালক (প্রশাসন)-এর পদ সৃষ্টিপূর্বক উপযুক্ত সংখ্যক প্রশিক্ষক ও সহায়তাকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংস্থান করা হইয়াছে।

৫। **মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন**—পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের মাঠ পর্যায়ের সংগঠনে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করা হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ ঃ—

(ক) সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য প্রশাসনিকভাবে সমগ্র দেশকে নিম্নোক্তভাবে নির্বাচন কমিশনের ১০টি অঞ্চল হিসাবে পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে ঃ

(১)	রাজশাহী অঞ্চল	বৃহত্তর রাজশাহী ও বগুড়ার অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত।
(২)	রংপুর অঞ্চল	বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত।
(৩)	ময়মনসিংহ অঞ্চল	বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত।
(৪)	ঢাকা অঞ্চল	বৃহত্তর ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত।
(৫)	কুমিল্লা অঞ্চল	বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালীর অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত।

(৬)	সিলেট অঞ্চল	বৃহত্তর সিলেটের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত।
(৭)	ফরিদপুর অঞ্চল	বৃহত্তর ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত।
(৮)	খুলনা অঞ্চল	বৃহত্তর খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়ার অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত।
(৯)	বরিশাল অঞ্চল	বৃহত্তর বরিশালের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত।
(১০)	চট্টগ্রাম অঞ্চল	বৃহত্তর চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত।

(খ) একজন আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা আঞ্চলিক অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন। তাহাকে দুইজন অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা সহায়তা করিবেন।

(গ) ১৯টি বৃহত্তর জেলা, যথা—ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ, যশোর, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, সিলেট, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, পটুয়াখালী, রাঙ্গামাটি, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা ও নোয়াখালীর জেলা নির্বাচন অফিসসমূহের দায়িত্বে একজন জ্যেষ্ঠ জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকিবেন। তাহাকে দুইজন নির্বাচন কর্মকর্তা সহায়তা করিবেন।

(ঘ) বাকী ৪৫টি জেলায় জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন। প্রতি জেলায় ১জন করিয়া নির্বাচন কর্মকর্তা তাহাকে সহায়তা করিবেন।

(ঙ) দেশের ৫০৮টি উপজেলা/থানার প্রতিটিতে একজন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকিবেন। উপজেলা সার্ভার স্টেশন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তাহার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হইবে। একজন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-কাম-কম্পিউটার টাইপিস্ট তাহাকে তাহার কাজে সহযোগিতা করিবেন।

৬। পুনর্বিন্যস্ত সাংগঠনিক কাঠামোর অনুবিভাগওয়ারী চার্ট এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করা হইল।

৭। পুনর্বিন্যস্ত সাংগঠনিক কাঠামো এই বিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

জেসমিন টুলী
যুগ্ম-সচিব।

প্রশাসন অনুবিভাগ

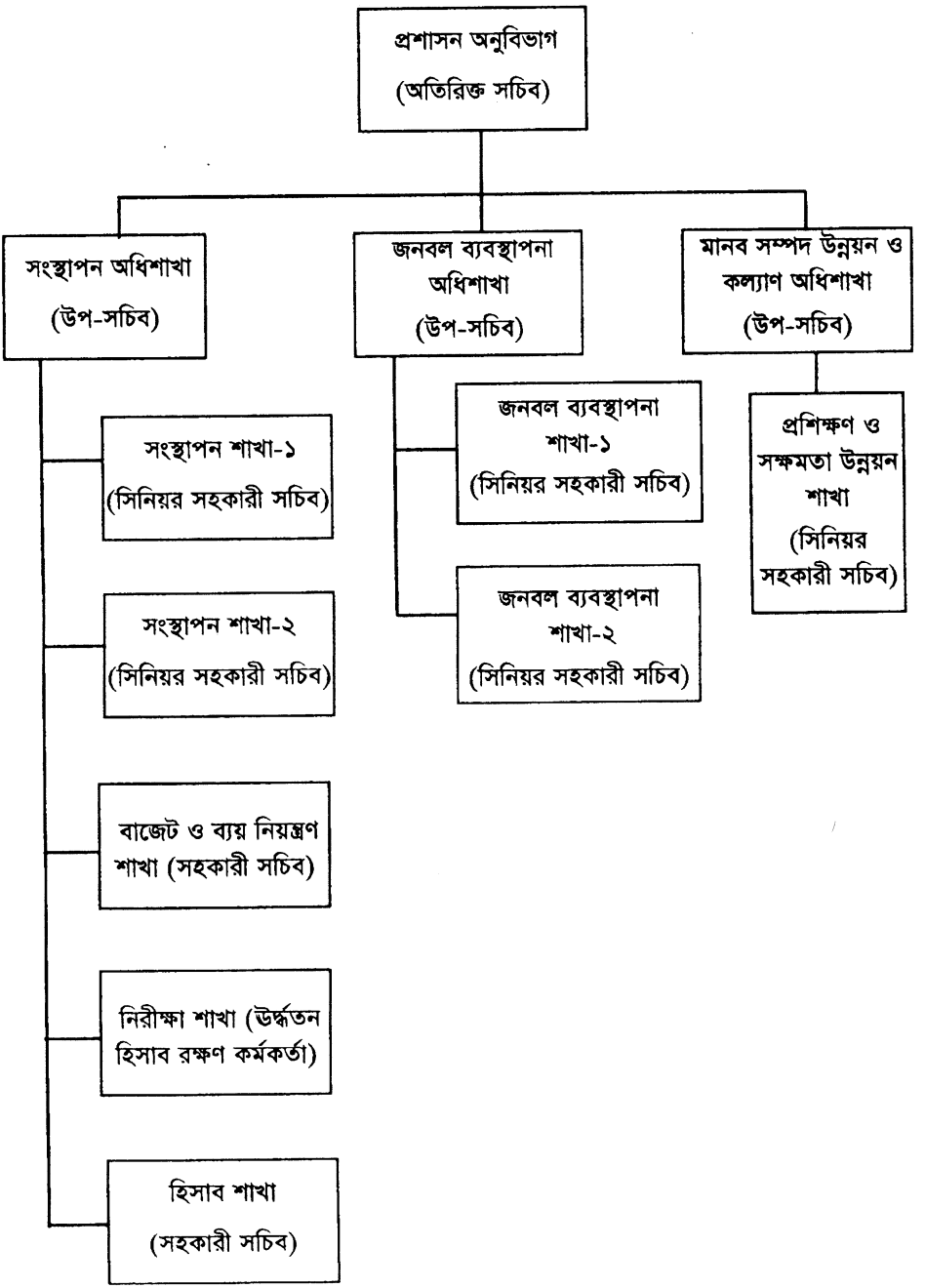
প্রশাসন অনুবিভাগ
(অতিরিক্ত সচিব)
সংস্থাপন অধিশাখা
(উপ-সচিব)
জনবল ব্যবস্থাপনা অধিশাখা
(উপ-সচিব)
মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কল্যাণ অধিশাখা
(উপ-সচিব)
সংস্থাপন শাখা-১
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
সংস্থাপন শাখা-২
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
বাজেট ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা (সহকারী সচিব)
নিরীক্ষা শাখা (ঊর্দ্ধতন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা)
হিসাব শাখা
(সহকারী সচিব)
জনবল ব্যবস্থাপনা শাখা-১
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
জনবল ব্যবস্থাপনা শাখা-২
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন শাখা
(সিনিয়র সহকারী সচিব)

নির্বাচন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ-১

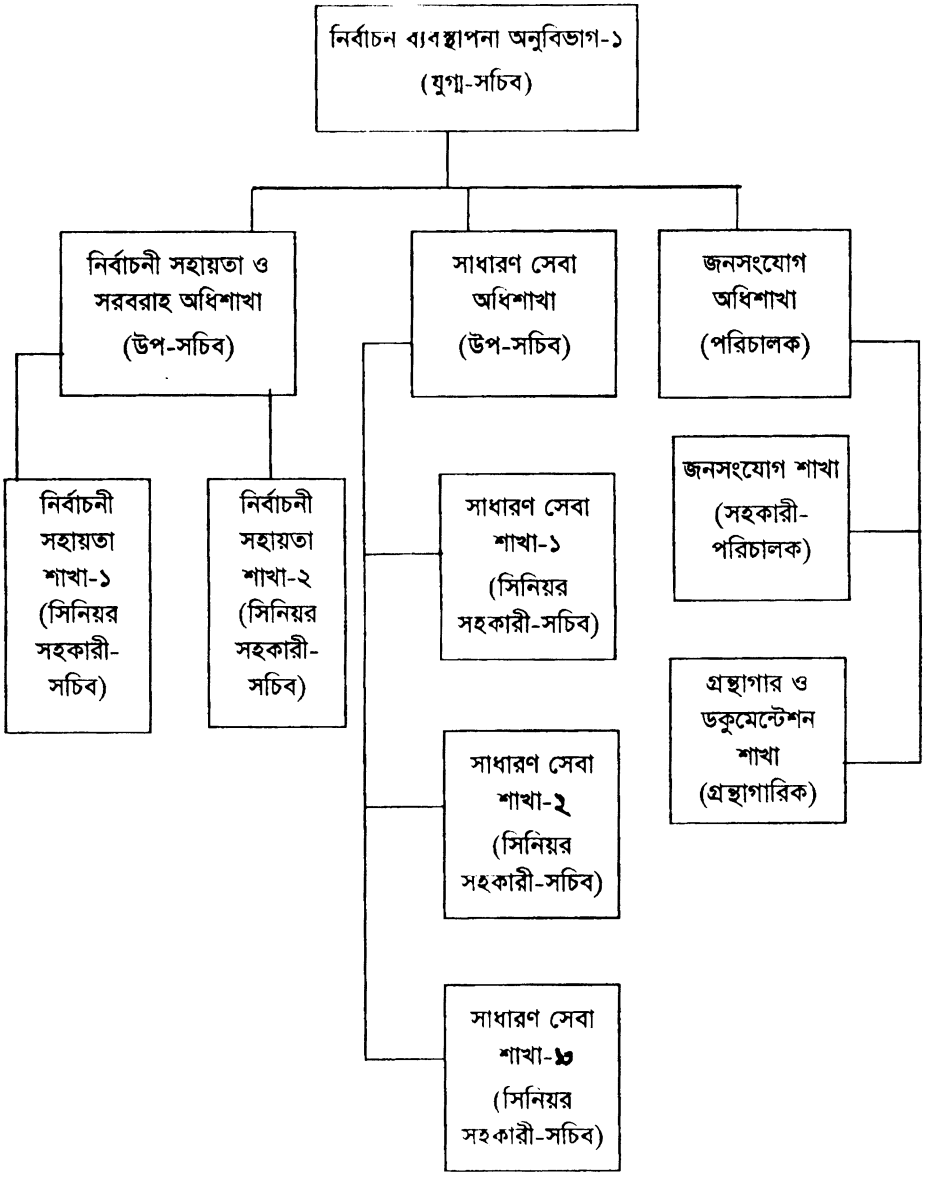

নির্বাচন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ-২

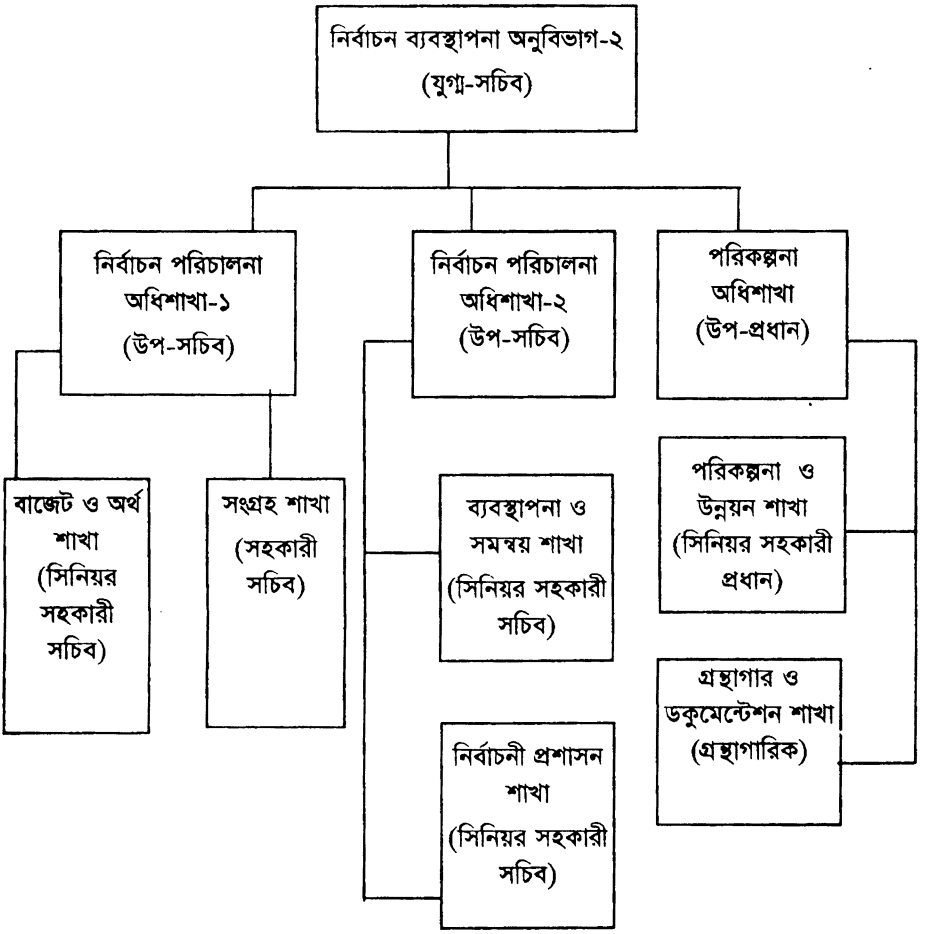

আইন অনুবিভাগ

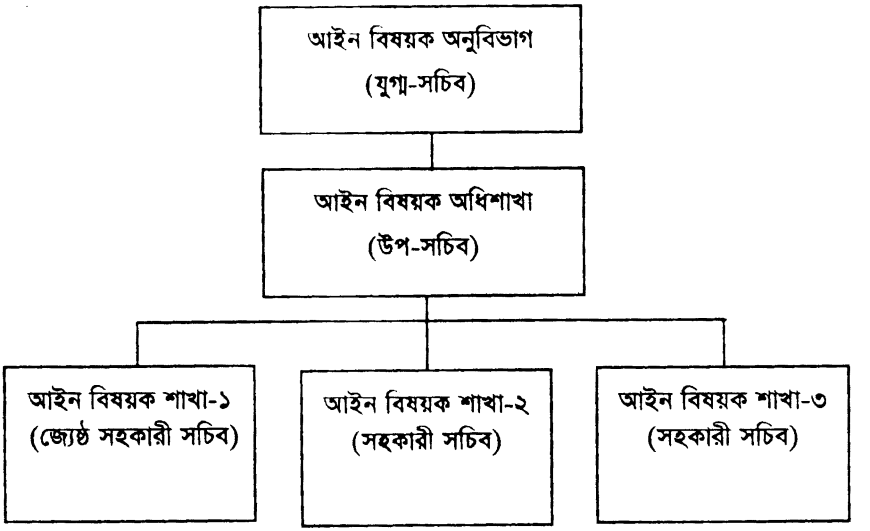
আইন বিষয়ক অনুবিভাগ
(যুগ্ম-সচিব)
আইন বিষয়ক অধিশাখা
(উপ-সচিব)
আইন বিষয়ক শাখা-১
(জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব)
আইন বিষয়ক শাখা-২
(সহকারী সচিব)
আইন বিষয়ক শাখা-৩
(সহকারী সচিব)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) অনুবিভাগ

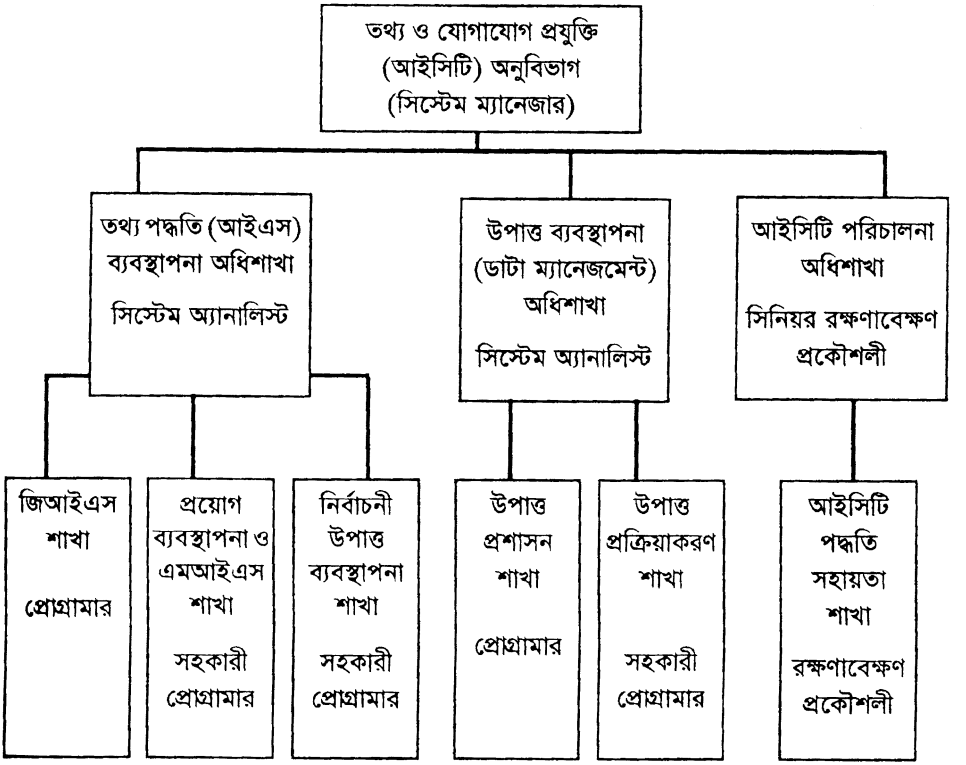

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ
(জনবল-৭১)

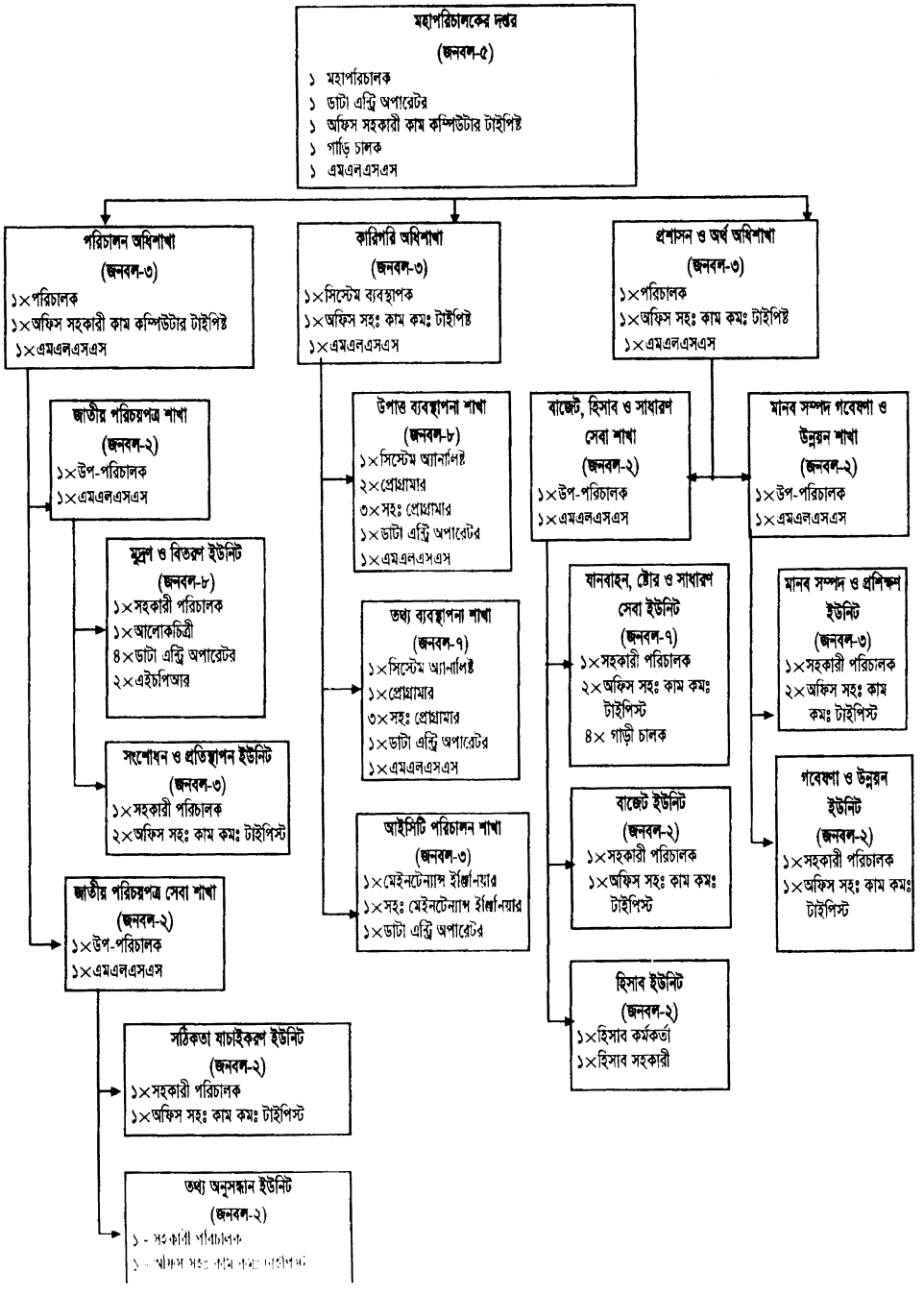

নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
(জনবল-৫৩)

নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের জনবলের ছক

পদের শ্রেণী		পদের সংখ্যা
প্রথম শ্রেণী		
মহাপরিচালক		১
পরিচালক		২
উপ-পরিচালক		৩
প্রোগ্রামার		১
সহকারী পরিচালক		৪
লাইব্রেরীয়ান		১
সহকারী প্রোগ্রামার		১
	মোট	১৩
তৃতীয় শ্রেণী		
কম্পিউটার অপারেটর		২
উচ্চমান সহকারী		২
উচ্চমান সহকারী (ভোটার্স এডুকেশন ইউনিট সহকারী)		৩
স্টোর কীপার		১
ক্যাটালগার		১
হিসাব সহকারী		১
অফিস সহঃ কামঃ কমঃ টাইপিস্ট		৬
ড্রাইভার		৩
ডেচপাস রাইডার		১
	মোট	২০
চতুর্থ শ্রেণী		
এম.এল.এস.এস		১২
নৈশ প্রহরী		৩
ফরাস		১
সুইপার		২
মালি		২
	মোট	২০
নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের জনবল	সর্বমোট	৫৩

নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সরঞ্জামাদি

যানবাহন		ইউপিএস	২১
কার	১	লেমিনেটিং মেশিন	১
মাইক্রোবাস	২	ফ্যাক্স	১
মটরসাইকেল	২	ফটোকপিয়ার	৬
মিনিবাস	১		
অফিস সরঞ্জাম		**অন্যান্য যন্ত্রপাতি**	
কনফারেন্স সিস্টেম	১	জেনারেটর	১
প্রজেক্টর	৩	এসি	৫
কম্পিউটার	২১	রেফ্রিজারেটর	১
ল্যাপটপ কম্পিউটার	১০০	টিভি	২
ওয়েব ক্যামেরা	১৫০	মুভি ক্যামেরা	১
স্ক্যানার	৯	স্টিল ক্যামেরা	১
প্রিন্টার	১৮		

নির্বাচন কমিশনের মাঠ পর্যায়ের অফিস
(জনবল-২৩৭০)

ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/কুমিল্লা/ময়মনসিংহ/রংপুর/ফরিদপুর
আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা: ১০
সর্বমোট জনবল: ১৩০

১০× আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা
২০× অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা (প্রত্যেক আঞ্চলিক অফিসের জন্য ২ জন)
১০× সাঁট-লিপিকার-কাম কম্পিউটার অপারেটর
১০×উচ্চমান সহকারী
১০× অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
১০×ড্রাইভার
১০×দপ্তরী
৩০×এম.এল.এস.এস
১০×নৈশ প্রহরী
১০×সুইপার

↓

সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার : ৬৪
সর্বমোট জনবল : ৭১৬

১৯×সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার
৪৫×জেলা নির্বাচন অফিসার
১৯×২×নির্বাচন অফিসার (পুরাতন বড় জেলার জন্য)
৪৫×১×নির্বাচন অফিসার (ছোট জেলার জন্য)
১৯×সাঁট-লিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
৬৪×উচ্চমান সহকারী
১২৮×অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
৬৪×হিসাব সহকারী
১৯×ড্রাইভার
১৪৭×এম.এল.এস.এস
৬৪×নৈশ প্রহরী
৬৪×সুইপার

↓

উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার : ৫০৮
সর্বমোট জনবল : ১৫২৪

৫০৮× উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার
৫০৮×অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
৫০৮×এম.এল.এস.এস

আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার সর্বমোট কার্যালয় : ১০টি

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার সর্বমোট কার্যালয় : ৬৪টি

উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তার সর্বমোট কার্যালয় : ৫০৮টি

মাঠ পর্যায়ের অফিস জনবল

প্রথম শ্রেণী :		**মোট পদ**
আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা		১০
সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার		১৯
জেলা নির্বাচন অফিসার		৪৫
অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা		২০
নির্বাচন অফিসার/থানা নির্বাচন অফিসার/ উপজেলা নির্বাচন অফিসার		৫৯১
	মোট	৬৮৫
তৃতীয় শ্রেণী :		
সাঁট-লিপিকার-কাম কম্পিউটার অপারেটর		২৯
উচ্চমান সহকারী		৭৪
অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর		৬৪৬
হিসাব সহকারী		৬৪
ড্রাইভার		২৯
দপ্তরী		১০
	মোট	৮৫২
চতুর্থ শ্রেণী :		
এম.এল.এস.এস		৬৮৫
নৈশ প্রহরী		৭৪
সুইপার		৭৪
	মোট	৮৩৩
মাঠ পর্যায়ের অফিস জনবল	**সর্বমোট**	**২৩৭০**
মাঠ পর্যায়ের অফিস সরঞ্জামাদি :		
যানবাহন :		
জীপ		২৯
মটরসাইকেল		৫৮২
অফিস সরঞ্জামাদি/যন্ত্রপাতি :		
প্রজেক্টর		১০
কম্পিউটার		৬৮৫
ল্যাপটপ কম্পিউটার		৩৭৭৮
ওয়েব ক্যামেরা		৫৫২৪
ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার		৯৮০০
স্ক্যানার		৫৮২
প্রিন্টার		৬৮৫
ইউপিএস		৬৮৫
লেমিনেটিং মেশিন		৫৮২
ফ্যাক্স		৯২
ফটোকপিয়ার		৪৯৯

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov. bd.